কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষক আন্দোলনে আপাত বিরতি

আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার প্রাথমিক শিক্ষকদের, বৈষম্য নিরসন কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা

■

কাঙ্ক্ষিত সমাধান না হলে ফের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা ছড়ানোর আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষক আন্দোলনে আপাতত মাঠে নেই কোনো পক্ষই। আন্দোলনের কৌশলগত বিরতি দিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। আর সরকারের পক্ষ থেকে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন প্রাথমিকের শিক্ষকরা। যদিও সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা বা আশ্বাস না থাকায় নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের অসন্তোষ প্রশমিত হয়নি। তাঁরা এখন তাকিয়ে আছেন সরকার গঠিত বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটির দিকে। কাঙ্ক্ষিত সমাধান না পেলে শিক্ষক আন্দোলনে আবার অস্থির হতে পারে শিক্ষাঙ্গন। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সরকার ঘোষিত অষ্টম বেতন কাঠামো নিয়ে দেশের প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব স্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সপ্তম বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের জন্য যে গ্রেড ছিল তা নতুন বেতন কাঠামোয় যথাযথভাবে নির্ধারিত না হওয়ার অভিযোগ তোলেন শিক্ষকরা। তাঁদের মতে, শিক্ষকদের মর্যাদার অবনমন করা হয়েছে। গ্রেড অবনমন এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাদ দেওয়ায় শিক্ষকরা আর্থিকভাবেও

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

শিক্ষক আন্দোলনে আপাত বিরতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। ক্লাস বর্জন এবং কর্মবিরতির কর্মসূচিও পালন করেন শিক্ষকরা। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হতে থাকে। এমনিতেই বছরের শুরুতে সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে তিন মাস সব স্তরে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এই অবস্থায় নতুন করে শিক্ষক আন্দোলনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। দাবি আদায় না হলে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, মাধ্যমিক পর্যায়ের জেএসসি এবং প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেন। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৪ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে ক্লাস পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা আন্দোলনে তিন সপ্তাহের বিরতি দিয়েছেন। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ১ নভেম্বর কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সরকারি কলেজের শিক্ষকরা দাবি আদায়ের জন্য সরকারকে মাত্র দেড় সপ্তাহ সময় দিয়েছেন। দাবি আদায় না হলে ১৯ অক্টোবর কর্মবিরতি এবং ১ নভেম্বর শিক্ষা ভবনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা গত ৬ অক্টোবর এবং বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতারা ৭ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে তাঁদের দাবি, দাবি পূরণের জন্য প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের আন্দোলনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দাবি আদায়ের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারেনি কোনো পক্ষই। মন্ত্রী বলেছেন, তিনি সমস্যাগুলো বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটিতে উত্থাপন করবেন। শিক্ষকদের সম্মান মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখতে চান তিনি। দেশের শিক্ষা পরিবারের কর্মী হিসেবে তাদের হয়ে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম কালের কণ্ঠকে বলেছেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের মনে হয়েছে বিষয়টি তাঁর একার হাতে নেই। তিনিও (শিক্ষামন্ত্রী) বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। আমরা বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে শিগগির সাক্ষাৎ করব। কমিটির প্রধান অর্থমন্ত্রী, সদস্য শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ হোসেন দেশে ফিরলে তাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে আমরা আমাদের সমস্যার বিষয়গুলো তুলে ধরব।' তিনি জানান, আলোচনা এবং আন্দোলন একই সঙ্গে চলবে বলে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটির প্রধান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৬ অক্টোবর দেশে ফিরলে ওই কমিটির বৈঠক হতে পারে। এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছেন শিক্ষকরা।

সিদ্ধান্ত বদল : ভর্তি পরীক্ষা নেবে জগন্নাথের শিক্ষক সমিতি

একাডেমিক কাউন্সিলের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে 'জরুরি' বৈঠক করে ভর্তি পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে 'আপাতত' সরে এসেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠক শেষে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. আলী নূর বলেন, 'সভায় আগামীকালের (শুক্রবারের) পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্মবিরতির যে সিদ্ধান্ত বুধবার নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে আমরা সরে এসেছি।'

শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় বসেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয় ওই সভা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বাইরে গিয়ে কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করায় বুধবার সন্ধ্যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে বহিষ্কার করেছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

আজ শুক্রবার 'বি' ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনও প্রত্যাহার : ক্লাসে না ফিরলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অফিস আদেশ জারির পর আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরাও। গতকাল সকালে সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন পক্ষের নেতারা রাজধানীর মিন্টো রোডে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের বাসায় বৈঠক করে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। মন্ত্রী শিক্ষকদের দাবির বিষয়টি বেতন-বৈষম্য নিরসনসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উত্থাপন করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। ছয় দফা দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে কর্মবিরতি, ক্লাস বর্জনসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা।

গত ৫ অক্টোবর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে নিয়ে আন্দোলন থেকে সরে না এলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনই প্রাথমিকের আন্দোলনরত প্রধান শিক্ষকরা কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের যে বেতনের বৈষম্য তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী। সেই আশ্বাস এবং ক্লাসে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আন্দোলন স্থগিত করেছি। তবে আমাদের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের বিকল্প থাকবে না।